মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়ন জামাতের সেক্রেটারি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগরে অভিযান চালিয়ে আমদহ ইউনিয়ন জামাতের সেক্রেটারি আব্দুল কুদ্দুস (৪৫) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তার নিজ বাসভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আব্দুল কুদ্দুস চকশ্যামনগর গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে।

ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আব্দুল কুদ্দুস সরকার বিরোধী আন্দোলনের নাশকতা মামলার আসামি। সোমবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে ।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ দু মাদক কারবারি আটক

৩ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার আহমদুল্লাহর ছেলে মিঠু (৪৫) ও বেড়পাড়া এলাকার আব্দুর রবের ছেলে হাবিব (৪০)। শনিবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক(এসআই) সুমন মিয়া গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে সঙ্গীয়ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এই দুই মাদক কারবারিকে আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের

৩৬(১) এর ৮(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১২, তারিখ ১৩/০৫/২০২৩ ইং।
আটককৃতদের আজ রবিবার (১৪ মে) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১১

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৪, নিয়মিত মামলায় ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামি ও সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৪ আসামি গ্রেফতার করেছেন।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (১৩ মে) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

শনিবার (১৩ মে) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর আব্দুল আলীম হত্যা মামলায় পিতা-পুত্র গ্রেফতার

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাংনীর পল্লী মহম্মদপুর গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল আলীম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি সেন্টু ও ৬ নং আসামি তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদুকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আজ শুক্রবার (১২ মে) দুপুরের দিকে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার(১১ মে) বিকালের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার কাতলামারী গ্রামে তার আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত সেন্টু মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি এবং তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদু এই মামলার ৬ নং আসামি।
গত মাসের শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহাম্মদপুর গাইন পাড়া এলাকায় বিরোধপূর্ণ জমিতে আব্দুল আলীমকে হত্যা করে।

গত মাসের (২৮ এপ্রিল) সকালে চাচা খলিলুর রহমানকে দিয়ে আব্দুল আলীমকে মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। যেখানে আব্দুল কাদেরের ছেলে বান্টু, আব্দুল হান্নান, সুদু ও তার ছেলে সেন্টু, আব্দুল হান্নানের ছেলে রাশেদ, ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহম্মেদ দেশিয় অস্ত্র হাসুয়া, রামদা, ফলা, ঢাল নিয়ে সেই জমিতে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকে। আব্দুল আলীম ওই মাঠে পৌঁছানো মাত্রই তারা সবাই মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে যায়।
এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার কয়েক দিন পর আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করেন গাংনী থানা পুলিশ। এনিয়ে ৩ আসামি গ্রেফতার হলো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৮

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে নিয়মিত ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১১ মে) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জিআর মামলায় ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ্
◌ে

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮

আসামি গ্রেফতার করেছেন।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে পুরাতন মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন, মেহেরপুর সদর থানা ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৫ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আসামিদের আজ শনিবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ২ আসামি গ্রেফতার করেছে পুলিশ

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে দুই আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে মাদক মামলার ১ ও হত্যা মামলার ১ আসামি।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে গ্রেফতার ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে হত্যা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে এক গ্রাম হেরোইনসহ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আমার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রাত তিনটার দিকে সদর উপজেলার তেরঘরিয়া ওৎ পেতে থাকি। এ সময় মাদক ব্যবসায়ীর ওই রাস্তা দিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজা নিয়ে মেহেরপুর শহরের দিকে আসার সময় তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়।

এসময় মাদক ব্যবসায়ীরা পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদেরকে আটক করে। তাদের নিকট থেকে ৯৭ বোতল ফেন্সিডিল এবং ১ কেজি গাঁজা সহ সাব্বির হোসেন ও নাজমুল শাহাদাত শুভকে আটক করে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের বিরুদ্ধে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শনিবার তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৩ ডাকাত সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব- সাহারবাটি সড়কে হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেনকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৩ আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আসামিদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ৮ থেকে ৯টি মামলা রয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ সুপার বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আমলা, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর ও সাহারবাটিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার জামালপুর মধ্যপাড়ার রব্বান মন্ডলের ছেলে রবিউল ইসলাম (৩৮), মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের মৃত ফকির মন্ডলের ছেলে মোহাম্মদ নাজির হোসেন (৫৩) ও একই উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে দুলাল আলী (৩৫)।

তিনি বলেন, গাংনী থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইউনিট যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ডাকাতি মামলার এই আসামীদের গ্রেফতার করে। আসামিদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ৮ থেকে ৯টি করে মামলা রয়েছে।

তাদের কাছে থেকে ডাকাতি হওয়া মোটরসাইকেল ও ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত ২ দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া, বাঁশের লাঠি, ও দঁড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ডাকাতির ঘটনার সাথে জড়িত অন্য সদস্যদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানান পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম। গ্রেফতারকৃতরা বিজ্ঞ আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দীতে দিতে স্বীকারোক্তি জানিয়েছেন। তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্বিক) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকসহ পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৮ রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেন ও তার বন্ধু লাভলু সাহারবাটি থেকে গাড়াডোব বাজারে যাওয়ার পথে হোগলডাঙ্গা মাঠ নামক স্থানে পৌঁছালে একদল ডাকাত তাদের পথ গতিরোধ করে তাদের হাত পা ও মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে মোটরসাইকেল নগদ টাকা মোবাইল ফোন নিয়ে চলে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় সাদ্দাম হোসেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।